بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ

وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ

সংক্ষিপ্তসার খুৎবা জুম'আ

২১ জানুয়ারী ২০২২

আঁ হযরত (সাঃ)এর মহান মর্যাদা সম্পন্ন খলিফা রাশেদ হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)এর প্রশংসাসূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক ইউ.কে. টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মসজিদ মুবারক হতে প্রদত্ত

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ - اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা তেলাওয়াতের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে যে,মদীনায় যে জায়গায় তাঁর (সাঃ)এর উটনী চলতে চলতে বসে পড়েছিল সেই জায়গাটি মদীনার দুই মুসলমান বালক, সাহল ও সোহেলের মালিকানাধীন ছিল। মহানবী (সাঃ) এ জায়গাটিকে মসজিদ এবং তাঁর বিভিন্ন কক্ষ নির্মাণের জন্য পছন্দ করেন এবং উক্ত জমির মূল্য দশ দিনার নির্ধারণে ক্রয় করা হয়। হযরত আবুবকর (রাঃ)'র সম্পদ থেকে এই মূল্য পরিশোধ করা হয়েছিল। মসজিদ নির্মাণের বর্ণনা এরূপ রয়েছে যে, প্রথমে আঁহযরত (সাঃ) দোয়া করে উক্ত মসজিদের ভিত্তি-মূলে একটি পাথর স্থাপন করেন আর হযরত আবুবকর (রাঃ)কে বলেন, তোমার পাথর আমার পাথর ঘেঁষে স্থাপন কর। এরপর তিনি হযরত উমর (রাঃ)কেও বলেন, তোমার পাথর আবুবকরের পাথরের পার্শ্বে রাখ, এরপর হযরত উসমান (রাঃ)কে বলেন, তুমি তোমার পাথর উমরের পাথর সন্নিবেশিত করে রাখ। এভাবেই সর্বপ্রথম মসজিদে নববীর স্থাপনা হয়ে যায়। অতঃপর ৭ম হিজরীর মহররম মাসে মহানবী (সাঃ) যখন খয়বরের যুদ্ধ থেকে সফল ও বিজয়ীর বেশে ফিরে আসেন তখন তিনি মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ এবং তা নুতনভাবে নির্মাণের নির্দেশ প্রদান করেন। এবারও তিনি (সাঃ) সাহাবী (রাঃ)দের সাথে মিলেমিশে মসজিদ নির্মাণে অংশগ্রহণ করেন।

সহীহ্ বুখারীর ভাষ্যকার আল্লামা কাস্তালানী বলেন, ভ্রাতৃত্ব বন্ধন দু'বার স্থাপিত হয়েছিল। প্রথমবার হিজরতের পূর্বে মক্কায় মুসলমানদের মাঝে (ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপিত) হয়। প্রথমবারে হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ)'র মাঝে, হযরত হামযা (রাঃ) ও হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রাঃ)'র মাঝে, হযরত উসমান (রাঃ) ও হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রাঃ)'র মাঝে, হযরত যুবায়ের ও হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রাঃ)'র সাথে এবং হযরত আলী (রাঃ) ও নিজের সাথে মহানবী (সাঃ) ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেন। অতঃপর তিনি (সাঃ) হিজরত করে মদীনায় আসার পরে হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ)'র গৃহে পঞ্চাশ জন মুহাজির ও পঞ্চাশ জন আনসারের মাঝে দ্বিতীয়বার অনুরূপভাবে বন্ধুত্ব স্থাপিত করেন।

বদরের যুদ্ধ-যাত্রার প্রাক্কালে সাহাবীদের কাছে কেবলমাত্র সত্তরটি উঁট ছিল, তাই এক একটি উঁট তিনজনের জন্য নির্ধারিত ছিল এবং প্রত্যেকে পালাক্রমে (উঁটে) আরোহণ করতেন। হযরত আবুবকর (রাঃ), হযরত উমর (রাঃ) এবং হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রাঃ) একটি উঁটে পালাক্রমে আরোহণ করেন। যখন তিনি (সাঃ) বদরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন সে সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সাঃ) আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলাকে প্রতিহত করার জন্য মদীনা থেকে বের হন– যে সিরিয়া থেকে ফিরে আসছিল। তখন তিনি (সাঃ) কুরাইশদের সম্পর্কে জানতে পারেন যে, কুরাইশরা তাদের বাণিজ্য কাফেলার সুরক্ষার জন্য বেরিয়ে পড়েছে। মহানবী (সাঃ) সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)দের নিকট এ বিষয়ে পরামর্শ চান এবং তাদেরকে অবগত করেন যে, মক্কা থেকে একটি সৈন্যবাহিনী অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছে; এমতাবস্থায় তোমাদের মতামত কী? সৈন্যদলের বিপরীতে তোমাদের কাছে কি বাণিজ্য কাফেলার (মোকাবিলার করা) অধিক পছন্দনীয়? তারা বলেন, কেন নয়? একটি দল বলে, আমরা শত্রুর (সৈন্যদলের) মোকাবিলায় বাণিজ্য কাফেলাকে বেশি পছন্দ করছি, এমতাবস্থায় আপনার বাণিজ্য কাফেলার দিকেই যাওয়া উচিত আর আপনি

শত্রুর সেনাদলকে উপেক্ষা করুন। উত্তর পাওয়ার পর রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এর পবিত্র চেহারার রং বদলে যায়। এমতাবস্থায় হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ) অতি উত্তম কথা বলেন। হযরত মিকদাদ (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আল্লাহ্ আপনাকে যে কাজের আদেশ দিয়েছেন সেদিকেই অগ্রসর হোন। আমরা আপনার সাথে আছি। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের দেহে প্রাণ আছে, আমরা তলোয়ার নিয়ে আপনার সাথে মিলে যুদ্ধ করব। আপনি যদি আমাদেরকে **'বারকুল গিমাদ'** পর্যন্তও নিয়ে যান তাহলেও আমরাও আপনার সাথে যুদ্ধ করতে করতে প্রসন্ন চিত্তে সেখানে চলে যাব। **বারকুল গিমাদ** মক্কা থেকে পাঁচ রাত দূরত্বের একটি উপকূলীয় শহর। একথা শুনে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এর পবিত্র চেহারা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং তিনি এ কথায় অত্যন্ত আনন্দিত হন।

হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)'র সাহসিকতা ও বীরত্ব সম্পর্কে হযরত আলী (রাঃ)'র একটি প্রসিদ্ধ বর্ণনা রয়েছে বা তিনি (রাঃ) বলেন, মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাহসী ব্যক্তি হলেন, হযরত আবুবকর (রাঃ)। বদরের যুদ্ধের সময় যখন আমরা মহানবী (সাঃ)এর জন্য ছাউনি তৈরি করেছিলাম। তখন আমরা বললাম, কে আছে যে মহানবী (সাঃ)এর সাথে থাকবে যাতে তাঁর (সাঃ)এর ধারে-কাছে কোন মুশরিক পৌঁছতে না পারে। আল্লাহ্র কসম! তখন আমাদের মধ্যে থেকে হযরত আবুবকর (রাঃ) ছাড়া আর কেউ মহানবী (সাঃ)এর নিকটে যায়নি। তিনি তরবারি বের করে মহানবী (সাঃ) মাথার কাছে দণ্ডায়মান হন এবং বলেন, মহানবী (সাঃ)এর ধারে-কাছে কোন মুশরিকের পৌঁছাতে হলে প্রথমে আবুবকরের সাথে লড়াই করতে হবে।

এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বলেন, বদরের যুদ্ধে যখন মহানবী (সাঃ)এর জন্য একটি উঁচু যায়গা নির্ধারণ করা হয় তখন এই প্রশ্ন জাগে যে, আজ মহানবী (সাঃ)এর নিরাপত্তার দায়িত্ব কার ওপর অর্পণ করা হবে। এতে হযরত আবুবকর (রাঃ) তৎক্ষণাৎ নগ্ন তরবারি নিয়ে দণ্ডায়মান হন আর তিনি সেই চরম বিপদের সময় পরম বীরত্বের সাথে তাঁর (সাঃ)এর নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করেন। যেখানে আঁহযরত (সাঃ) সারারাত আল্লাহ্র দরবারে কেঁদে কেঁদে দোয়া করেন, আর সমগ্র সেনাবাহিনীর মধ্যে কেবলমাত্র হযরত আবুবকর (রাঃ) মহানবী (সাঃ)এর নিরাপত্তা দিতে জেগে থাকেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, বদরের যুদ্ধের দিন মহানবী (সাঃ) মুশরিকদের দেখেন, যাদের সংখ্যা ছিল এক হাজার আর তাঁর সাহাবীদের সংখ্যা ছিল ৩১৯ জন। আল্লাহ্র নবী (সাঃ) ক্বিবলামুখী হয়ে নিজের উভয় হাত তুলেন এবং নিজ প্রভুকে উচ্চস্বরে ডাকেন ও বলতে থাকেন 'হে আমার আল্লাহ্! তুমি আমার সাথে যে অঙ্গীকার করেছ তা পূর্ণ কর। হে আমার আল্লাহ্! আমাকে তুমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তা আমাকে দান কর। হে আমার আল্লাহ্! তুমি যদি মুসলমানদের এই দলটিকে ধ্বংস করে দাও তাহলে পৃথিবীর বুকে তোমার ইবাদত করা হবে না।' তখন হযরত আবুবকর (রাঃ) তাঁর কাছে আসেন আর মহানবী (সাঃ)কে নিবেদনপূর্বক বলেন, হে আল্লাহ্র নবী! নিজ প্রভুর সন্নিধানে আপনার কাকুতি-মিনতিপূর্ণ দোয়া আপনার জন্য যথেষ্ট। তিনি আপনার সাথে কৃত অঙ্গীকার অবশ্যই পূর্ণ করবেন। তখন আল্লাহ্তা'লা এই আয়াত অবতীর্ণ করেনঃ

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ (আনফাল : ১০)

অর্থাৎ, **স্মরণ কর! যখন তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে ফরিয়াদ করছিলে, তিনি তোমাদের ফরিয়াদ গ্রহণ করেছেন এই প্রতিশ্রুতির সাথে যে, আমি অবশ্যই এক হাজার সারিবদ্ধ ফিরিশ্তার মাধ্যমে তোমাদের সাহায্য করব। অতএব, আল্লাহ্তা'লা ফিরিশ্তাদের মাধ্যমে তাঁকে সাহায্য করেন।**

প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হলে আল্লাহ্র রসূল (সাঃ) তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসেন এবং লোকজনকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেন। লোকেরা তাঁদের সারিতে আল্লাহ্কে স্মরণ করছিল। মহানবী (সাঃ) স্বয়ং যুদ্ধ করেন এবং তাঁর পাশাপাশি হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)ও যুদ্ধরত ছিলেন। তখন হযরত আবুবকর (রাঃ)'র অসাধারণ বীরত্ব সামনে আসে। তিনি (রাঃ) সকল বিদ্রোহী কাফিরের সাথে যুদ্ধ করার জন্যই প্রস্তুত ছিলেন, যদিওবা (সামনে) তার পুত্রই হোক না কেন। এই যুদ্ধে তাঁর পুত্র আব্দুর রহমান কাফিরদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করতে এসেছিল আর তাঁকে আরবের সবচেয়ে বড় বীরদের একজন মনে করা হতো এবং কুরাইশদের মাঝে তিরন্দাজিতে তিনি সর্বাধিক দক্ষ ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি তাঁর পিতা হযরত আবুবকর (রাঃ)কে বলেন, বদরের দিন আপনি আমার স্পষ্ট নিশানায় ছিলেন, কিন্তু আমি আপনার কাছ থেকে সরে যাই এবং আপনাকে হত্যা করি নি। তখন হযরত আবুবকর (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্ তোমাকে ঈমানে ধন্য করবেন বলে তুমি রক্ষা পেয়েছ অন্যথায় আল্লাহ্র শপথ! আমি যদি তোমাকে দেখে ফেলতাম তবে নিশ্চিতভাবে হত্যা করতাম।

মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে মহানবী (সাঃ)এর নিকটে যুদ্ধবন্দীদের বিষয়ে হযরত আবুবকর (রাঃ) নিবেদন করেন, আমার মতে তাদেরকে ফিদিয়ার বিনিময়ে মুক্ত করে দেয়া উচিত কেননা, অসম্ভব নয় যে, কাল তাদের থেকেই ইসলামের জন্য আত্মনিবেদিত ব্যক্তি সামনে আসবে। কিন্তু হযরত উমর (রাঃ) উক্ত মতের বিরোধিতা করেন এবং বলেন, আমার মতে তাদের সবাইকে হত্যা করা উচিত। মহানবী (সাঃ) নিজের স্বভাবজ দয়ার কারণে হযরত আবুবকর (রাঃ)'র পরামর্শ পছন্দ করেন এবং হত্যার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেন ও নির্দেশ প্রদান করেন যে, যেসব মুশরিক নিজেদের মুক্তিপণ ইত্যাদি প্রদান করবে, তাদেরকে মুক্ত করে দেয়া হবে। অতএব, পরবর্তীতে তদনুযায়ী ঐশী আদেশও অবতীর্ণ হয়।

ওহুদের যুদ্ধ মুসলমানদের এবং কুরাইশদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। মহানবী (সাঃ) মুসলমানদের একত্রিত করে তাঁদের নিকটে কুরাইশদের এই আক্রমণ সম্পর্কে পরামর্শ চান এবং একটি স্বপ্নের ভিত্তিতে তিনি (সাঃ) ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, মদিনার মধ্যে থেকেই যুদ্ধ করা হবে। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবী, বিশেষভাবে যুবকদের একদল যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি এবং নিজেদের শাহাদতের মাধ্যমে ধর্মসেবার সুযোগ হস্তগত করার বিষয়ে ব্যাকুল ছিলেন, তাঁরা জোর দিয়ে বলেন, শহরের বাইরে বের হয়ে খোলা মাঠে লড়াই করা উচিত। অতঃপর যখন আঁহযরত (সাঃ) অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে বাইরে আসেন, কিন্তু ইতোমধ্যে পূর্বে উল্লিখিত যুবকরা কতিপয় সাহাবীর কথার ফলে নিজেদের ভুল বুঝতে পারে যে, মহানবী (সাঃ)এর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নিজেদের মতের ওপর জোর দেয়া উচিত হয় নি। চেতনা হওয়ার পর তাদের বেশির ভাগ অনুতপ্ত ছিল। তাঁরা যখন মহানবী (সাঃ)কে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত মোটা লৌহবর্ম ও শিরস্ত্রাণ প্রভৃতি পরিহিত অবস্থায় আসতে দেখে তখন তাঁরা আরো বেশি লজ্জিত হয় আর সবাই একবাক্যে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! আমাদের ভুল হয়ে গেছে কেননা, আমরা আপনার মতামতের বিরুদ্ধে নিজেদের মত নিয়ে পীড়াপীড়ি করেছি। আপনি যেভাবে সঠিক মনে করেন সেভাবেই কার্যক্রম পরিচালনা করুন। এর মাঝেই কল্যাণ হবে, ইনশাআল্লাহ্‌। মহানবী (সাঃ) বলেন, এটি আল্লাহ্‌র নবীর মর্যাদা পরিপন্থী যে, তিনি একবার অস্ত্র ধারণ করে তা আবার খুলে ফেলবেন, যদি না খোদা নিজে কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। অতএব, এখন আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে যাত্রা কর আর তোমরা যদি ধৈর্য অবলম্বন কর তাহলে নিশ্চিত জেনে রেখ! আল্লাহ্‌তা'লার সাহায্য তোমাদের সাথে থাকবে।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রাঃ) ওহুদের যুদ্ধ সম্পর্কে আরও লিখেন, যেসব সাহাবী মহানবী (সাঃ)এর চতুষ্পার্শ্বে সমবেত ছিলেন এবং তাঁরা আত্মোৎসর্গের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন–ইতিহাসে এর কোন দৃষ্টান্ত নেই। তাঁরা পতঙ্গের ন্যায় মহানবী (সাঃ)এর চতুষ্পার্শ্বে ঘুরছিলেন এবং তাঁর জন্য নিজেদের জীবনকে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিচ্ছিলেন। যেরূপ আঘাতই আসত সাহাবীরা তা বুক পেতে বরণ করতেন এবং মহানবী (সাঃ)কে রক্ষা করতেন আর একই সাথে শত্রুর ওপরও আঘাত হানতেন। অতঃপর এমন এক সময় আসে যখন মহানবী (সাঃ)এর সাথে কেবলমাত্র দু'জন লোকই ছিল। এসব নিবেদিত প্রাণ সাহাবীদের মাঝে হযরত আবুবকর (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত তালহা (রাঃ), হযরত যুবায়ের (রাঃ), হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ), হযরত আবু দুজানা আনসারী (রাঃ), হযরত সা'দ বিন মু'য়ায (রাঃ) এবং হযরত তালহা আনসারী (রাঃ)'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উহুদের যুদ্ধকালে মহানবী (সাঃ)এর দাঁত মোবারক শহীদ হয় এবং উনার চেহারাও ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। মহানবী (সাঃ)এর পবিত্র গালে শিরস্ত্রাণের কড়াগুলো ঢুকে গিয়েছিল। হযরত আবু উবায়দাহ্‌ (রাঃ) সেই কড়াগুলিকে মুখ দিয়ে কামড়ে বার করার চেষ্টা করেন, ফলে তাঁর সামনের দুটি দাঁত ভেঙ্গে যায়। উবায়দাহ (রাঃ) ছিলেন সামনের দাঁত ভাঙ্গা লোকদের মাঝে সবচেয়ে সুদর্শন মানুষ। এর পরে হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) হযরত আবুবকর (রাঃ)'র সহিত হযরত তালহা (রাঃ)'র নিকটে যান। তিনি একটি ছোট্ট খাদে পড়ে ছিলেন। তাঁর শরীরে বর্শা, তরবারি ও তিরের কমপক্ষে ৭০টি আঘাত ছিল এবং তার আঙ্গুলও কাটা পড়ে ছিল। অতএব, তাঁরা হযরত আবু তালহার (রাঃ)'র ক্ষতে মলম লাগিয়ে ব্যান্ডেজ করে দেন।

উহুদ যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে পাহাড়ের পাদদেশে মুসলমান সৈন্যদলের অবশিষ্ট কিছু সৈন্যকে আবু সুফিয়ান দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বেশ উচ্চস্বরে ঘোষণা দেয় যে, আমরা মুহাম্মদ (সাঃ)কে হত্যা করেছি। আমরা আবুবকরকেও হত্যা করেছি। সে আবারো বলে, আমরা উমরকেও হত্যা করেছি। মহানবী (সাঃ)এর নির্দেশে মুসলমানরা একথার কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকে। এ ঘোষণার কোন উত্তর না পেয়ে কাফিররা নিশ্চিত হয়ে যায় যে, তাদের নিজেদের ঘোষণা সঠিক। তাই আবু

সুফিয়ান এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা আনন্দে ধ্বনি উচ্চকিত করে বলে, **ওলো হুবল, ওলো হুবল,** অর্থাৎ আমাদের সম্মানিত প্রতিমা হুবলের মর্যাদা উন্নীত হোক, কেননা সে আজ ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। এখন যখন এক ও অদ্বিতীয় খোদার সম্মানের প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে তখন আঁহযরত (সাঃ)এর নির্দেশে সাহাবীরা উচ্চৈস্বরে উত্তর দেন, **'আল্লাহু আ'লা ওয়া আজাল, আল্লাহু আ'লা ওয়া আজাল।'** অর্থাৎ, তোমরা মিথ্যা বলছো, হুবলের মর্যাদা উন্নীত হয়েছে–এটি তোমাদের মিথ্যা কথা। বরং এক এবং অদ্বিতীয় আল্লাহ্-ই পরম সম্মানিত আর তাঁর সম্মানই অতি মহান। কাফির সৈন্যদের ওপর এই বীরত্বপূর্ণ ও সাহসী উত্তরের এত গভীর প্রভাব পড়ে যে, তারা ভয়ভীত হয়ে যায় ও দ্রুত সেখান থেকে মক্কায় ফেরত চলে যাওয়াটাকেই সমীচিন মনে করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মহানবী (সাঃ) অধিক সতর্কতাবশত ত্বড়িৎ ৭০জন সাহাবীর একটি দল প্রস্তুত করে কুরাইশ সেনাদলের পশ্চাতে প্রেরণ করেন, যাদের মধ্যে হযরত আবুবকর এবং হযরত যুবায়ের (রাঃ)ও ছিলেন। তিনি (সাঃ) বলেন, তাদের সম্পর্কে খোঁজ নাও, কুরাইশরা যদি উঁটে আরোহিত থাকে আর ঘোড়াগুলোকে এমনিতেই হাঁকিয়ে নিয়ে যায় তাহলে বুঝবে, তারা মক্কার উদ্দেশ্যে ফিরে যাচ্ছে। কিন্তু তারা যদি ঘোড়ায় আরোহিত থাকে তাহলে বুঝবে তাদের উদ্দেশ্য শুভ নয়। একই সাথে তিনি (সাঃ) তাদেরকে জোর দিয়ে বলেন, কুরাইশ সেনাদল যদি মদীনার দিকে যায় তাহলে যেন তাঁকে তাৎক্ষণিকভাবে সংবাদ দেওয়া হয়। অতঃপর তিনি অত্যন্ত উত্তেজনার সাথে বলেন, কুরাইশরা এখন যদি মদীনায় আক্রমণ করে তাহলে, খোদার কসম! আমরা তাদের মোকাবিলা করে তাদেরকে এই আক্রমণের স্বাদ আস্বাদন করাবো। এর অনতিবিলম্বে এ সংবাদ আসে যে, কুরাইশ সেনাদল মক্কা অভিমুখেই যাচ্ছে।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, এই স্মৃতিচারণ আগামীতেও চলবে, ইনশাআল্লাহ্‌তা'লা।

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ نَحْمَدُہٗ وَنَسْتَعِیْنُہٗ وَنَسْتَغْفِرُہٗ وَنُؤْمِنُ بِہٖ وَنَتَوَکَّلُ عَلَیْہِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَیِّئَاتِ
اَعْمَالِنَا مَنْ یَّھْدِہِ اللّٰہُ فَلَا مُضِلَّ لَہٗ وَمَنْ یُّضْلِلْہُ فَلَا ھَادِیَ لَہٗ وَنَشْھَدُ اَنْ لَّا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَنَشْھَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَرَسُوْلُہٗ
عِبَادَ اللّٰہِ رَحِمَکُمُ اللّٰہُ اِنَّ اللّٰہَ یَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِیْتَآءِ ذِی الْقُرْبٰی وَیَنْھٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْکَرِ وَالْبَغْیِ یَعِظُکُمْ
لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُوْنَ اُذْکُرُوا اللّٰہَ یَذْکُرْکُمْ وَادْعُوْہُ یَسْتَجِبْ لَکُمْ وَلَذِکْرُ اللّٰہِ اَکْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুৎবার অনুবাদ)

ONLINE SEND

KHULASA KHUTBA JUMMA HUZOOR ANWAR (ATBA)

21 JANUARY 2022

BANGLA TRANSLATION
Compose & Distribute From

Ahmadiyya Muslim Mission
Badarpur, P.O. Boaliadanga
Distt: Murshidabad, 742101, W.B.

Toll Free Number- 1800 3010 2131, Website: www.alislam.org / mta.tv / ahmadiyyamuslimjamaat.in